أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও أَلْحِجَابُ বা পর্দার ফরজ হওয়ার প্রেক্ষাপট পৃষ্ঠা নং ৩৮

সূচনাঃ- أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কীয় বিধানটি হিজরী ৫ম সনের জিলক্বাদ মাসে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতি জাহশের (রাদিআল্লাহু আনহার) বিবাহের ওলিমার ভোজ সমাপ্তির পর অবতীর্ণ হয় । স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল আত্নাসম্পন্ন সাবাবীগণের বেলায় প্রাথমিক অবস্থায় أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতীর্ণের প্রয়োজন হয়নি । পরবর্তীতে এই সময়গুলোতে বনু কুরাইজা, বনু নাজির ও বনু কানুইকার কিছু কিছু লোক মুসলমানরূপ ধারণ করে কপট মুসলিম হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকে । أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) সকলেরই সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল ।এ সময়ে কপট মুসলিম তথা মুনাফিকরাও এই সূযোগের সদ্ব্যবহার করে মুসলমানদের ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারত। মুসলমানদের আত্না ও হৃদয় যেমন স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল ছিল মুনাফিকদের আত্না ও হৃদয় মুসলমানদের আত্না ও হৃদয়ের মত তেমন স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল ছিল না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট স্বাভাবিকভাবেই পীড়াদায়ক ছিল । এমতাবস্থায় হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট নবী-পত্নীদের সাথে মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি অপন্দনীয় ও পীড়াদায়ক লাগছিল বিধায় তিনি চাচ্ছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেন তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের জন্য) أَلْحِجَابُ বা পর্দার ব্যবস্থা নেন । হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকাসত্বেও কিন্তু কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই হঠাৎকরে أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান জারী বা চালু করা যাচ্ছেনা বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহী বা প্রত্যাদেশের অপ্কোয় ছিলেন কারন, তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যাতীত কোন আদেশ দেন না । যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে বলেন- " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَي، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَي – سورة النَّجمِ أيةُ -3-4) "(অর্থঃ- এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় [নিজ থেকে) কোন কথা বলেন, (যা বলেন) তা ওহী বা প্রত্যাদেশ, সুরা নজম, আয়াত নং-৩-৪। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকায় পরবর্তীতে উপলক্ষ্য দেখা দিলে তাঁরই আকাঙ্খা ও চাহিদা মোতাবেক أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হয় । হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর মনের বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে এইভাবে ব্যক্ত করেন ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللهُ أَيَةَ الْحِجَابِ – البخاري (4890)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার নিকট নেকী ও পাপী [1]

[1] >> প্রথম হাদিস শরীফখানাতে বর্ণিত নেকী শব্দ দ্বারা হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মুমিনদেরকে আর পাপী শব্দ দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝাইয়াছেন ।

সবাই আসে, যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদেরকে পর্দার আদেশ করতেন, এতেই আল্লাহ أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯০ দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَ هُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ مسند أحمد (26506) –

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য "মানাসি'" [2] নামে উন্মুক্ত স্থানে গমন করতেন ।আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা করতেন না, এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী সাওদা বিনতি যামাআ' ইশার সময়ে বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণের আশায় হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) "আপনাকে আমরা চিনেছি" বলে তাঁকে ইয়া সাওদা বলে ডাক দিলেন । হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ قَالَتْ : فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَتْ : وَكَانَ أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَرَاَهَا عُمَرُ وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِجَابَ -- مسند أحمد (26972)

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)বলেছেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, তিনি (আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বলেন: তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) এটা করতেন না, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য "মানাসির' " দিকে গমন করতেন । সাওদা বিনতি যামাআ' বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মসজিদের ভিতরে থেকেই أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণের আশায় তাঁকে দেখে তিনি (হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন " ইয়া সাওদা, আমি আপনাকে চিনেছি । হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত [3] অবতীর্ণ করলেন

---

[2] >> الْمَنَاصِعِ ("মানাসি'") হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানার মত হাজত পূরণের বিস্তৃত-উন্মুক্ত স্থান । বর্তমানে প্রস্রাব-পায়খানার মত শব্দগুলো অপছন্দনীয় বিধায় আধুনিক সময়ে এগুলোকে "বাথ রুম" হিসেবে অভিহিত করা হয় ।

[3] >> (১) أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াতঃ সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতকে أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত বলে। সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত হচ্ছে এই----------

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ

।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৭২।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ :إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَ لَحْمًا،وَ كَانَ الْقَوْمُ جُلُوْسًا كَمَا هُمْ فِى الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَلَبِثَ مَاشَاء اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ جُلُوْسٌ كَمَا هُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعُرِفَ فِى وَجْهِهِ ،فَنُزِّلَ اٰيَةُ الْحِجَابِ ـ مسند أحمد (13565)

অর্থঃ-হযরত ইসা বিন তহমান বলেন: আমি শুনেছি আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: যয়নাব বিনতি জাহশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের উপর এই বলে গর্ব করতেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আকাশে বিবাহ পড়াইয়াছেন এবং সেই দিনই (এই বিবাহের ওলিমা উপলক্ষ্যে) রুটি ও গোস্ত খাওয়ানো হল ।আর সম্প্রদায়(লোকেরা) বসে রইল যেমন তারা (নিজ)বাড়ীতে আছে । ফলে রাসুলুল্লাহি উঠে (ঘর থেকে) বের হয়ে গেলেন এবং যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন তিনি (ঘরের বাইরে) থাকলেন , তারপর, পূনরায় এমন অবস্থায় ফিরে আসলেন সম্প্রদায় (লোকেরা) বসে রইল যেমনটি তারা ছিল । এই অবস্থাটি তাঁর উপর কষ্টকর হল যা তাঁর মুখমন্ডলে দেখা গেল । ফলে اٰيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫৬৫।

مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِيْ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ـ(53) سورة الأحزاب -

অর্থঃ-হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য খাবার রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না । তবে, তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, অত:পর, খাওয়া শেষ হলে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না । নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক । তিনি তোমাদের নিকট সংকোচ বোধ করেন ; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ ।আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার ইনতিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় । আল্লাহর নিকট এটা গুরুতর অপরাধ, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।